অন্যরকম পৃথিবী গড়তে চায় গেটস ফাউণ্ডেশন

তথ্য প্রযুক্তির রাজ্যে বিল গেটস সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার কোম্পানী মাইক্রো-সফটের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। এই মাইক্রোসফটই আবার বিল গেটসকে এনে দিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হবার বিরল সৌভাগ্য। তবে অন্যান্য ধনীর মত তিনি শুধু সংগ্রহে মগ্ন হননি। তিনি বিশ্বজুড়ে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবা-বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্য তৈরী করেছেন গেটস ফাউন্ডেশন– বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২১৬ জন। আর ফাউন্ডেশন পরিচালনার মূল দায়িত্বে আছেন বিল গেটসের বৃদ্ধ বাবা উইলিয়াম হেনরী গেটস (সিনিয়র)। বর্তমানে গেটস ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এই বৃদ্ধ তরুণ বয়সে ছিলেন একজন আইনজীবী। মূলত তার বুদ্ধিতেই চলছে বর্তমানে গেটস ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড। এছাড়া মাইক্রোসফটের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাটিস্টোন সিফারও বর্তমানে এই ফাউন্ডেশনে কাজ করছেন বিনা বেতনে।

গেটস ফাউন্ডেশন গড়ে ওঠার নেপথ্য ঘটনা

গেটস ফাউন্ডেশন গড়ে ওঠার পেছনে নেপথ্যের মূল নায়ক হলো বিল গেটস পত্নী মেলিন্ডা গেটস। ১৯৯৩ সালে বিল ও মেলিন্ডা গেটস যখন আফ্রিকা বেড়াতে যান তখন থেকেই এর সূত্রপাত। অনুন্নত দেশগুলোতে মানবতার কী চরম অবমাননা হয় সে সম্পর্কে মেলিন্ডার কোন ধারণাই ছিল না। আফ্রিকা সফরে হাইতিতে ভ্রমণকালে তিনি নারী ও শিশুদের দুর্দশা থেকে ভীষণ আলোড়িত হন। দেশে ফিরে তিনি স্বামীকে এসব দুঃখপীড়িত মানুষের জন্য কিছু করার কথা বলেন। আর সেই প্রেরণা থেকেই তারা ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।

গেটস ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড

গেটস ফাউন্ডেশন স্থাপনের সময় তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু করা। বিশেষত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জীবনযাত্রার মানের যে পার্থক্য শুধু সে কারণেই দারিদ্র্যপীড়িত এসব দেশের মানুষেরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের জন্য কিছু করাই ছিল এই ফাউন্ডেশনের প্রথম লক্ষ্য। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি শিক্ষা এবং ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও এই ফাউন্ডেশন কাজ করছে।

বিশ্বে জনস্বাস্থ্যের সমতা আনয়ন

মূলত আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলোর অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, রোগাক্রান্ত, শীর্ণকায় মানুষগুলোকে দেখেই ফাউন্ডেশনটি স্থাপিত হয়। কেননা, তাদের অনুভূতি ছিল এই ফাউন্ডেশন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যকার একটি মৌলিক পার্থক্য দূরীকরণে কাজ করবে। এই মৌলিক পার্থক্য হলো জনগণের স্বাস্থ্য। তাদের মতে কিছু সংক্রামক রোগ আছে যা টাকা থাকলেই চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিরোধ ও নিরাময় করা যায়। আর এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রতিবছর ১১ মিলিয়ন লোক মারা যাচ্ছে। ২ মিলিয়ন লোক শুধু প্রাথমিক পর্যায়ে পেনিসিলিনের মত স্বল্পমূল্যের ওষুধ নাগালে না পাওয়ার কারণে অসুখে ভোগে। আর সে কারণেই পৃথিবীর ২৭টি দেশে মানুষের গড় আয়ু মাত্র ৫০ বছর যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের গড় আয়ু ৮০ বছর। শুধু সে কারণেই মৌলিক অধিকার স্বাস্থ্য নিয়ে গেটস ফাউন্ডেশন প্রথম মাঠে নামে। প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন ও ওষুধ সময়মত সঠিক জায়গায় থাকলে অকাল মৃত্যু, শিশু মৃত্যু অনেকাংশে রোধ করা যেতে পারত। আর বিভিন্ন দারিদ্র্যপীড়িত দেশ স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে উন্নত দেশগুলো থেকে এসব সাহায্য বঞ্চিত হচ্ছে। গেটস ফাউন্ডেশন দেশে এসব সাহায্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। শুধু পৌঁছে দেয়াই নয়, প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন তৈরী এমনকি নতুন ও কার্যকরী ভ্যাকসিন আবিষ্কার নিয়েও ফাউন্ডেশন কাজ করছে। তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো এইচআইভি/এইডসের প্রতিষেধক আবিষ্কারের লক্ষ্যে কাজ করা। তাছাড়া ম্যালেরিয়া ও গুটি বসন্ত নিয়েও তারা কাজ করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ম্যালেরিয়ার জন্য নিজস্ব প্রতিষেধকও আবিষ্কার করেছে এই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের কাজ নিয়ে ভারতেও এসেছিলেন মেলিন্ডা গেটস। সেখানে ফাউন্ডেশনের পক্ষে নয়াদিল্লীর বালক-বালিকাদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডেও অংশ নেন তিনি। ১৯৯৮ সালে প্রথম স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসেবে ১০০ মিলিয়ন ডলারের এক প্রকল্প নেয়া হয়। গরীব দেশগুলোতে ভ্যাকসিন সরবরাহ করাই ছিল এই কর্মসূচীর প্রথম পদক্ষেপ। এর পরের বছর গেটস ফাউন্ডেশন ৭৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভ্যাকসিনের ফান্ড গঠন করেন। বর্তমানে বিশ্বে আফ্রিকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ আরো অনেক দেশে গেটস ফাউন্ডেশনের শাখা রয়েছে। প্রচুর দক্ষ নার্স এসব শাখায় কাজ করে যাচ্ছে। এই ফাউন্ডেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হচ্ছে-এইডসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা। এছাড়া গরীব দেশগুলোতে আরও যেসব ব্যাধি ও স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোহলো- হার্টডিজিজ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, স্ট্রোক, শিশু জন্মদান সংক্রান্ত সমস্যা, ক্রণিক লাঙ্গ ডিজিজ, ডায়রিয়া, যক্ষা এবং ম্যালেরিয়া।

শিক্ষা খাতে গেটস ফাউন্ডেশন

২০০০ সালের মার্চে গেটস ফাউন্ডেশন শিক্ষা খাতে তাদের কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে। এসময় তারা ৩ বছরের জন্য ৩টি অঞ্চলে ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প হাতে নেয়। প্রথমটি ওয়াশিংটন স্টেটের স্বল্প আয়ের ছাত্রদের জন্য, দ্বিতীয়টি সব স্টেটের মাইনরিটি ভুক্তদের জন্য, আর তৃতীয়টি বিভিন্ন দেশের সেরা প্রতিভাদের জন্য যারা ইংল্যান্ডের ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে চায়। এছাড়াও ইন্টারনেট স্কুল ও লাইব্রেরীর জন্যও তাদের অনেকগুলো কর্মসূচী হাতে রয়েছে। এছাড়া তারা অনুন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে অনেকগুলো স্কুলও স্থাপন করেছে। যেখান থেকে প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে যেতে পারবে। তাছাড়া কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্যও গেটস ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ প্রোগ্রাম।

ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণে ভূমিকা

স্বল্প আয়ের এলাকার পাবলিক লাইব্রেরীগুলোতে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের প্রচলন ঘটানোর কাজ ফাউন্ডেশন এ বছরই শুরু করেছে। তবে এই কাজ আপাতত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই লাইব্রেরী প্রোগ্রাম ফাউন্ডেশনের প্রথম বড় ধরনের কাজ, যেটি ডিজিটাল ডিভাইডের রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। তারা ইতিমধ্যেই ১৮টি স্টেটের লাইব্রেরী, কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্ট এবং কানাডার ১২টি প্রদেশে তাদের কার্যক্রম বিস্তার করেছে। তারা উত্তর আমেরিকার প্রায় অর্ধেক লোক অর্থাৎ ১৪৫.৩ মিলিয়ন লোককে বিনাখরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে ২৮,৯৭৮টি কম্পিউটার সেটআপের মাধ্যমে।

মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাড়ানো বিল গেটস তার ব্যক্তিগত তহবিলের টাকায় গড়ে তুলেছেন গেটস ফাউন্ডেশন। শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দরিদ্রপীড়িতদের স্বাস্থ্য সেবায় নয়, নানা জনসেবামূলক কাজে বিভিন্ন সময় আবির্ভূত হয়েছেন তিনি মানবতার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে। আর সেজন্যই তার মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পদ এবং মাইক্রোসফট কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত সমুদয় সম্পদ তার পরিবার পরিজনের কাছে না গিয়ে চলে যাবে গেটস ফাউন্ডেশনের তহবিলে। সমৃদ্ধ করবে এই ফাউন্ডেশনকে, যা ব্যয় হবে বিশ্বের কোটি কোটি ভাগ্যহত মানুষের কল্যাণে। আর এভাবেই ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাবে সামনে আরো সামনে। ❑

কারমাগেডনঃ টি ডি আর ২০০০

গেমস চীট কোড

চীট মোড এনেবল করার জন্য গেম চলাকালীন সময়ে '~' বাটনটি চাপুন এবং "here Comes Trouble" টাইপ করুন। আবার '~' বাটনটি চাপুন এবং নিচের কোডগুলো টাইপ করুন।

কোড	ফলাফল
invincible	ইনভিনসিবিলিটি
cash	১০,০০০ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাবে
openLevelsGuv	লেভেল সিলেক্ট
ai off	আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিজেবল
ai on	আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এনেবল
setCar [car name]	পছন্দমত গাড়ি সিলেক্ট করা যায়
makeai [car name]	সিপিউ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গাড়ি সিলেক্ট করা যায়

ওয়্যার ক্র্যাফট থ্রি

এন্টার বাটন চাপলে কোড লেখার উইন্ডো আসবে, সেখানে নিচের কোডগুলো টাইপ করে আবার এন্টার বাটন চাপুন তাহলে চীট এনেবল হবে।

কোড	ফলাফল
motherland <race> <#>	লেভেল সিলেক্ট
iseedeadpeople	ম্যাপ দেখাবে
allyourbasearebelongtous	মুহূর্তেই জয়
somebodysetupusthebomb	মুহূর্তেই হার
whosyourdaddy	ইনভিজিবিলিটি এবং এক আঘাতে মারা যাবে
strengthandhonor	চ্যাম্পিয়ন মোডে হারার পরও খেলা চালিয়ে যাওয়া
greedisgood <number>	নাম্বার অনুযায়ী গোল্ড এবং কাঠ পাওয়া যাবে
keysersoze <number>	নাম্বার অনুযায়ী গোল্ড পাওয়া যাবে
leafittome <number>	নাম্বার অনুযায়ী কাঠ পাওয়া যাবে
warpten	দ্রুত কন্সট্রাকসন
iocainepowder	দ্রুত মারা যাওয়া
pointbreak	খাবার
whoisjohngalt	দ্রুত রিসার্চ
sharpandshiny	আপগ্রেড করা
itvexesme	ভিক্টরি কনডিশন ডিজেবল করা

–মোঃ শামসুর রহমান